ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 779-785
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.068

অনুমানের প্রকার প্রসঙ্গে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িক মত: একটি আলোচনা

সুফল দাস, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.01.2025; Accepted: 21.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Maharsi Gautama in his Nyāya-sutra when he discussing about the identification and classification of Pramana says in 'panchamsutra'. That there are three types of anumanas Pūrvavat, śeṣavat and sāmānyatodṛṣta Inferences. Linguist Vatsyayana discussion it in his first and second Discustion. Next time we notice that Uddyotakara did not mention there anumans instead of in his Nyayavarttika in the first discussions Kevalānvayi, kevala-vyatireki and anvaya-vyatireki inferences. On the other hand books of Later Nyāyayika like. Tattvāchintamoni by Gangeśa Upadhay discussed the three types of anumanas. Then Annam Bhatt's in his 'Tarkasamgraha' he discussed Svārtha and parārtha Inferences and Kevalanvayi, Kevala-vyatireki and anvaya-vyatireki. Biśvanāth, Nyāya-Panchanan in his 'Bhāṣāparicceda' book memtioned Svārtha and parārtha Inferences. So the books by navya Nyāyayikas we got reference Svārtha and parārtha Inferences and Kevalānvayi, kevala-vyatireki and anvaya-vyatireki that types of anumanas. We did not get there Pūrvavat, śeṣavat and sāmānyatodṛṣta that types of anumanas. So sutrakar and bhasakar discusses Pūrvavat, śeṣavat and sāmānyatodṛṣta, but why there philosophers did not mention ther anumanas are trying to discuss.

Keywords: Pūrvavat, śeṣavat, sāmānyatodṛṣta, Svārtha, parārtha, Kevalānvayi, kevala-vyatireki, anvaya-vyatireki.

বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনে দুটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। একটি হলো বৈদিক সম্প্রদায় (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত) অর্থাৎ এই সম্প্রদায়গুলি বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেন। এবং অপরটি হল অবৈদিক সম্প্রদায় (চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন) অর্থাৎ এই সম্প্রদায়গুলি বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করেন। ন্যায়দর্শন সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ষড় বৈদিক সম্প্রদায় গুলির মধ্যে অন্যতম দর্শন সম্প্রদায়। ন্যায়সূত্রই ন্যায়দর্শনের মূলগ্রন্থ। মহর্ষি গৌতম এই সূত্রের রচয়িতা। ন্যায় দর্শনের আবার দুটি শাখা, যথা, প্রাচীন-নৈয়ায়িক (বাৎসায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন,ও জয়ন্ত ভট্ট প্রমুখ) ও নব্য-নৈয়ায়িক (গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, বর্ধমান, রুচিদত্ত মিশ্র, জয়দেব মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমনি

ও জগদীশ তর্কালঙ্কার) প্রমুখগণ। মহর্ষি গৌতমের 'ন্যায়সূত্রে'র উপর ভিত্তি করে বাৎসায়নের,ন্যায়ভাষ্য, উদ্দোতকরের, ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা, এবং উদয়নের,ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, রচিত হয়েছে। অন্যদিকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের, তত্ত্বচিন্তামনি, গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের আর্বিভাব হয়। নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং অন্নংভট্টের,তর্কসংগ্রহ, গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যায়দর্শনে চারটি প্রমাণের (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ) মধ্যে অনুমান প্রমাণ অন্যতম। মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্রে' বলেছেন- 'অথ তৎপূর্বকমনুমানম'।[1] অর্থাৎ মহর্ষি 'তৎ' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে কোনো প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অনুমান প্রমান বললে শব্দশ্রবণরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শাব্দবোধ ও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলেছেন- 'লিঙ্গ লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধ দর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ'[2] অর্থাৎ 'তৎপূর্বকং' এই পদের দ্বারা লিঙ্গ (হেতু) ও লিঙ্গীর (সাধ্যের) সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ, লিঙ্গের প্রত্যক্ষ এবং সেই সম্বন্ধ বিশিষট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষের দ্বারা সেই লিঙ্গের স্মরণরূপ জ্ঞান অভিপ্রেত। অনুমানের প্রকৃত হেতুকে বলে লিঙ্গ এবং লিঙ্গের দ্বারা যে পদার্থের অনুমিতি হয়। সেই অনুমেয় পদার্থেকে বলে লিঙ্গী। হেতু (লিঙ্গ) ও সাধ্যে ধর্মের (লিঙ্গী) ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হলে সেই হেতুর দ্বারা সেই ধর্মের অনুমিতি হয়ে থাকে। তাই অনুমান হল লিঙ্গ-লিঙ্গীপূর্বক জ্ঞান। মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্রে' প্রমানের স্বরূপ ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই অনুমানগুলির কথা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই অনুমানগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম ব্যাখ্যায় বলেছেন- 'পূর্ব্ববৎ বিদ্যতে যত্র'[3] অর্থাৎ যে অনুমান প্রমানে কারণ বিশেষের দ্বারা কার্য্যের অনুমিতি জন্মে তাকে পূর্ববৎ অনুমান বলা হয়। যেমনঃ আকাশের ঘন কালো মেঘ দেখে বৃষ্টি হবে- এইরূপ যে অনুমান। 'শেষো বিদ্যতে যত্র'[4] অর্থাৎ যে অনুমান প্রমানে কার্য্য বিশেষের দ্বারা কারণ বিশেষের অনুমিতি জন্মে তাকে শেষবৎ অনুমান বলা হয়। যেমনঃ নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতা বিশেষরূপ কার্য্যের দ্বারা তার কারণ অতীত বৃষ্টির অনুমিতি জন্মে। 'ব্রজ্যাপূর্ব্বকমন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্রদর্শনমিতি তথাচাদিত্যস্য'[5] অর্থাৎ অন্যত্র দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন ব্রজ্যাপূর্ব্বক অর্থাৎ সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত;- এইরূপ মনে হয়। এইরূপ স্থলে অনুমান প্রমানের নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যেমনঃ সূর্যের গতিক্রিয়া। প্রাতঃকালে এক স্থানে দৃষ্ট মধ্যাহ্নকালে অন্যত্র দৃষ্ট হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হলে ও সূর্যের গতি আছে এইরূপ মনে হয়।

পরবর্তীকালে, ভাষ্যকার মহর্ষির প্রথমোক্ত "পূর্ববৎ" অনুমানের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশের জন্য বলেছেন -"অথবা পূর্ব্ববদিতি"।[6] অর্থাৎ তাঁর মতে, যে পদার্থদ্বয় পূর্বে অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষকালে যেরূপে প্রত্যক্ষ হয়েছে, এরই মধ্যে অন্যত্র সেই পূর্বদৃষ্ট ব্যাপ্যপদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হলে সেই স্থলে অনুমান প্রমাণের নাম "পূর্ব্ববৎ"। উদাহরণস্বরূপ-"যথা ধূমেনাগ্নিরিতি" অর্থাৎ ধূমত্বরূপে ধূম হেতুর দ্বারা বহ্নিত্বরূপে বহ্নির অনুমিতি জন্মে। স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়-পূর্বদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূম দর্শনের দ্বারা পূর্বদৃষ্ট বহ্নির তুল্য বা সজাতীয় অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। সেই অনুমিতির চরম কারণ যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমদর্শনরূপ ক্রিয়া, তা পাকশালাদি স্থানে প্রথম ধূমদর্শন ক্রিয়ার তুল্য হওয়ায় উক্তরূপ অনুমান প্রমানের নাম পূর্ববৎ। বাচস্পতি মিশ্র এর মতে, ভাষ্যে "প্রত্যক্ষভূত"[7] শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। পূর্বে অন্য কোন প্রমান দ্বারা পদার্থদ্বয়ের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের নিশ্চয় হলে অন্যত্র সেই ব্যাপ্য পদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের নিশ্চয়জন্য সেই ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হলে সেই স্থলে অনুমান প্রমাণ ও পূর্বব্বৎ। ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ "শেষবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "শেষবন্নাম পরিশেষঃ"[8] ইত্যাদি।

"শিষ্যতে অবশিষ্যতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "শেষ" শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যা কোন প্রমাণ দ্বারা খন্ডিত হয় না। শেষ পদার্থটি যে অনুমানপ্রমাণের প্রতিপাদ্য, সেই শেষ পদার্থের সাধক অনুমানপ্রমান। উক্ত শেষবৎ অনুমানের নাম-ই পরিশেষ অনুমান। তিনি "তস্মিন্ দ্রব্যগুনকর্ম্মসংশয়ে" ইত্যাদির সন্দর্ভের দ্বারা সেই অনুমানের প্রণালী প্রদর্শন করেছেন। তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম "সামান্যতো দৃষ্ট"। এটি পূর্ববৎ অনুমানের বিপরীত। কারণ পূর্ববৎ অনুমান স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য নয়, সেই স্থলে সামান্যদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা প্রকৃত সাধ্য সিদ্ধ হয়। যেমন- আত্মা দেহাদিভিন্নত্বরূপে লোকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য নয়। সুতরাং তাতে উৎপন্ন ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুন,মানসিক প্রত্যক্ষের বিষয় হলে সেই সমস্ত গুণে ওই আত্মার ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কারণ যাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ জন্মে, তা দেহাদিভিন্ন আত্মা এই রূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করতে কোন প্রত্যক্ষসিদ্ধ উদাহরন নেই। কিন্তু যা যা গুণপদার্থ, সে সমস্তই দ্রবাশ্রিত, যেমন রূপাদি গুন এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থ ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। কারণ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি গুন যে, দ্রবাশ্রিত তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুন কোন দ্রবাশ্রিত অথাৎ কোন দ্রব্য পদার্থ তার আশ্রয় বা আধার-এটি সিদ্ধ হয়। এইভাবে ফলতঃ আত্মা নামে অতিরিক্ত দ্রব্যই সিদ্ধ হয়। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন- উক্ত স্থলে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা আত্মা সিদ্ধ হয় না। কারণ আত্মা সেই অনুমিতির বিষয়ই হয় না। কিন্তু যা যা গুণ পদার্থ, তা পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাশ্রিত এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থ মাত্রে পরাশ্রিত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি গুণবিশেষে পরাশ্রিতত্বই সিদ্ধ হয়। পরে ওই ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পৃথিবীদি কোন দ্রব্যাশ্রিত নয়, এটি সিদ্ধ হলে শেষবৎ অনুমানের দ্বারা আত্মাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং পরে শেষবৎ অনুমানের দ্বারা-ই আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রত্ব সাধক যে অনুমান তা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। কিন্তু পরে ওই ইচ্ছাদি গুণের আত্মাশ্রিতত্ব সাধক যে অনুমান তা শেষবৎ। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দ্বারাই যে আত্মা সিদ্ধ হয়,তা মহর্ষি কথিত বোঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে রূপে ব্যতিরেকী অনুমানকে শেষবৎ বলে আত্মার সাধক অনুমান বলেছেন তা ভাষ্যকার সম্মত বোঝা যায় না। অবশ্য ব্যতিরেকী অনুমানই যে শেষবৎ অনুমান -এইরূপ প্রাচীনসম্মত ব্যাখ্যা। উদ্দ্যোতকর তাঁর "ন্যায়বার্ত্তিকে" প্রথম ব্যাখ্যায় বলেছেন-"ত্রিবিধমিতি, অন্বয়ী ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ"[9]। অর্থাৎ অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী- এই ত্রিবিধ অনুমানের কথা বলেছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও তাঁর "তত্ত্বচিন্তামনি" গ্রন্থে অনুমানকে ত্রিবিধ (অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী) বলেছেন। তবে উক্ত প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরন বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। পরে হেতুবাক্য ও উদাহরণ বাক্যের লক্ষণাদি ব্যাখ্যায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে উপমানপ্রমাণের অনুমানত্ব-খন্ডনে 'প্রকাশটীকা'কার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং সেখানে 'মকরন্দ' ব্যাখ্যাকার রুচিদত্ত দত্তের বিচারেও উক্ত বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

নব্য নৈয়ায়িকমতে ব্যাপ্তির ত্রৈবিধ্যের জন্য হেতুর ত্রিবিধ স্বীকৃত হয়েছে। যথা, অন্বয়ীব্যাপ্তি, ব্যতিরেকীব্যাপ্তি ও অন্বয়ী ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি)। অন্বয়সহচারদর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক সহচারদর্শের দ্বারা ব্যতিরেকীব্যাপ্তি এবং উভয়প্রকার সহচারদর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি হয়। এই ব্যাপ্তির ভেদের জন্যই হেতুকে তিন প্রকার বলা হয়েছে। হেতুতে সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হলে, পরে অনুমিতি হলে ওই হেতুকে কেবলান্বয়ী বলা হয়। হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হলে, পরে অনুমিতি হলে ওই হেতুকে

কেবল-ব্যতিরেকী বলা হয়। যখন হেতুতে সাধ্যের উভয়প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এবং তজ্জন্য অনুমিতি হয়, তখন হেতুকে অন্বয় ব্যতিরেকী বলা হয়। এই মতের সমর্থন হলেন গঙ্গেশ উপাধ্যায়। এই বিষয়ে রঘুনাথ শিরোমনি বলেছেন- সাধ্যের ভেদের জন্যই হেতুর ভেদ হয়, সাধ্য তিনপ্রকার হয় বলেই হেতুকে তিন প্রকার বলা হয়ে থাকে। আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে কেবলান্বয়ী অনুমানের লক্ষনে বলেছেন- 'অন্বয়মাত্রব্যাপ্তিকং কেবলান্বয়ি'[10] অর্থাৎ যে হেতু কেবল অন্বয় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। যেমন- 'ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ পটবৎ' এখানে অভিধেয়ত্ব সাধ্য ও প্রমেয়ত্ব হেতু হয়েছে। ফলে অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভব।' যেখানে অভিধেয়ত্বের অভাব সেখানে জ্ঞেয়ত্বের অভাব' এরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব হয় না। সব বস্তু আভিধেয় এবং সব বস্তু জ্ঞেয় হওয়ায় উক্ত অনুমানে জ্ঞেয়ত্ব হেতুটি কেবলান্বয়ী। তাই অনুমানটি কেবলান্বয়ী অনুমান। অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকা টীকায় কেবল অন্বয়ী পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে পদার্থ অত্যান্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়, অর্থাৎ যার অত্যন্তাভাব হয় না তাকেই কেবলান্বয়ী বলে। উল্লিখিত অনুমানে সাধ্য অভিধেয়ত্বের অত্যন্তাভাব কোথাও নেই। সমস্ত পদার্থই শব্দের দ্বারা অভিহিত। অতএব অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্য 'অভিধেয়ত্ব' কেবলান্বয়ী। এই প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট অপর একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'প্রমেয়ত্ব' হেতুটি সাধ্য 'অভিধেয়ত্বে'র সমব্যাপক অর্থাৎ প্রমেয়ত্ব যেমন সর্বত্র আছে অভিধেয়ত্ব ও সেইরূপ সর্বত্র বর্তমান। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল- পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আমাদের মত ক্ষণজীবী স্বল্পমতি মানুষের জ্ঞানের বিষয় কীভাবে হবে? উত্তরে বলা হয়েছে-যাবতীয় বস্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয় এবং মানুষের জ্ঞাত, অজ্ঞাত সমস্ত বস্তু 'সর্ব' পদের দ্বারা অভিহিত হয়ে থাকে। অত এব উল্লিখিত সাধ্য অভিধেয়ত্ব ও হেতু প্রমেয়ত্ব এর অভাবের দৃষ্টান্ত সম্ভব না হ ওয়ায় হেতুটি কেবলান্বয়ী রূপে গ্রাহ্য। আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের লক্ষনে বলেছেন- 'ব্যতিরেকব্যাপ্তিমাত্রকং কেবলব্যতিরেকি'[11] অর্থাৎ যে হেতু কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট তাকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। যেমন- 'পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এখানে গন্ধবত্ত্বহেতুটি কেবলব্যতিরেকী। এই অনুমানে পক্ষ হল পৃথিবী। যেসব দ্রব্যকে বোঝাতে পৃথিবী শব্দের ব্যবহার হয় সেসব দ্রব্য-ই এই অনুমানের পক্ষ হয়েছে। এই অনুমানে 'গন্ধবত্ত্ব' হেতুটি কেবল ব্যতিরেকী হেতু। কেননা এখানে অন্বয় ব্যাপ্তি কখন-ই সম্ভব নয়। "যেখানে যেখানে গন্ধবত্ত্ব থাকে, সেখানে অন্যবস্তু হতে ভিন্নত্ব(ইতর ভেদ) থাকে" এরূপ অন্বয় ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত নেই। কেননা এই ব্যাপ্তির সমর্থক দৃষ্টান্ত পৃথিবীরই কোন না কোন প্রকারভেদ, যেহেতু একমাত্র পার্থিব বস্তুই গন্ধযুক্ত। কিন্তু পৃথিবী মাত্রই পক্ষ হওয়ায় অন্বয় ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত নেই। উক্ত অনুমানে 'গন্ধবত্ত্ব' হেতুটি কেবল ব্যতিরেকী। তাই অনুমানটি কেবলব্যতিরেকী অনুমান। আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের লক্ষনে বলেছেন-'অন্বয়েন ব্যতিরেকেন চ ব্যাপ্তিমৎ অন্বয় ব্যতিরেকি'[12] অর্থাৎ যে হেতু অন্বয় এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট তাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। যেমন-,পর্বত বহ্নিযুক্ত, যেহেতু পর্বত ধূমযুক্ত'-এই অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকী, যেহেতু এই অনুমানের হেতু ধূম অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু। কেননা ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি অন্বয়ের দ্বারা জানা যায়, আবার ব্যতিরেকের দ্বারা ও জানা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অন্নং ভট্ট দীপিকাটীকায় হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্যকে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং উভয়ের অভাবের নিত্য সাহচর্যকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলেছেন। কিন্তু বক্তব্যটি আর-ও স্পষ্ট ও যথার্থ হ-ওয়া প্রয়োজন। অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর অন্বয়ব্যাপ্তিতে হেতু ব্যাপ্য হয় এবং সাধ্য ব্যাপক হয়; যথা- যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু, ব্যতিরেক ব্যাপ্তিতে সাধ্যাভাব ব্যাপ্য হয় এবং হেতুভাব ব্যাপক হয়; যথা -যেখানে বহ্ন্যভাব থাকে, সেখানে ধূমাভাব থাকে। অবশ্য এই নিয়ম-

যেখানে হেতু ও সাধ্য সমনিয়ত হয় না সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমনিয়ত হেতু ও সাধ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব নির্দেশের কোন নিয়ম নেই। আবার অভিপ্রায়ের দিক থেকে নৈয়ায়িকগণ অনুমানকে স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন। আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন- অনুমান দুই প্রকার। যথা,- স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানের দ্বারা নিজে নিজে সাধ্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা হয়। স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই অনুমান প্রযুক্ত হওয়ায় একে স্বার্থানুমান বলে। গ্রন্থকার উদাহরনের মাধ্যমে স্বার্থানুমানের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে- কোন ব্যক্তির রন্ধন, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বারংবার ধূম ও বহ্নির সাহচর্যদর্শনের পর যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে- এই প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়। তারপর সে যখন কোন পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে প্রয়োজন বশতঃ অগ্নির সন্ধান করতে করতে নিকটবর্তী কোন পর্বতে ধূমদর্শন করে তখন ওখানে অগ্নি থাকতে ও পারে এইরূপ ওই ব্যাক্তির মনে সংশয় জন্মায়। তারপর-ই সেই ব্যাক্তির পূর্বলব্ধ ব্যাপ্তির যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে- এইরূপ স্মরণ হয়। এবং বহ্নিব্যাপ্য ধূমই এই পর্বতে দেখা যাচ্ছে-এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্নংভট্ট পরামর্শজ্ঞানকে এখানে 'লিঙ্গপরামর্শ' নামে অভিহিত করেছেন। এর থেকেই পর্বতে অগ্নির অস্তিত্বের অনুমিতি জন্মে। স্বার্থানুমিতির জনক এই 'লিঙ্গপরামর্শ' স্বার্থানুমান নামে অভিহিত। স্বার্থানুমানে অপরের উপলব্ধি বা জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হচ্ছে না বলে অপরকে নিজ মত বোঝানোর জন্য অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন হয় না বা কোনো বাক্য প্রয়োগ হয় না। স্বার্থানুমানের প্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তি জ্ঞানের কারণরূপে বর্ণনা করেছেন। ধূম এবং বহ্নির সাহচর্য্য বহুবার দর্শনের ফলে 'যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে' এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু টীকায় তিনি ভূয়োদর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় সঙ্গত কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেবলমাত্র ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিনির্ধারণে সমর্থ নয়। যেমন, বহুবার পৃথিবীত্ব ও লোহলেখ্যত্বের সাহচর্য্য দৃষ্ট হলেও মণিতে লোহলেখ্যত্ব সম্ভব না হওয়ায় উভয়ের ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ভূয়ো দর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ অসম্ভব। এর উত্তরে বলা হয়েছে, ভূয়োদর্শন সত্ত্বেও যদি কোথাও ব্যাভিচার দৃষ্ট হয় তবে অবশ্যই ব্যাপ্তি নিশ্চয় হবে না। কিন্তু ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত বর্জিত যে ভূয়োদর্শন তার দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহে সংসব হতে পারে না। অন্যদিকে, পরের প্রয়োজনে অর্থাৎ অন্যের অবগতির উদ্দেশ্যে যে অনুমান প্রযুক্ত হয় তাকে পরার্থনুমান বলে। নিজে নিজে কোন বিষয়ে অনুমানজন্য জ্ঞানলাভের পর অন্যকে সেই বিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজনে পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট একটি মহাবাক্য প্রয়োগ করা হয়, যার পারিভাষিক নাম 'ন্যায়'। এই মহাবাক্য বা ন্যায়কে পরার্থানুমান বলে। বস্তুতঃ লিঙ্গ পরামর্শ-ই অনুমিতির করণ। যেহেতু পঞ্চাবয়ব বাক্যের মাধ্যমে অপরের লিঙ্গ পরামর্শ জ্ঞান এবং অনিমিতি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য পঞ্চাবয়ব বাক্য বা ন্যায়কে ঔপচারিকভাবে পরার্থানুমান বলা হয়। অন্নংভট্ট উদাহরণের মাধ্যমে যথাক্রমে পাঁচটি অবয়ব বাক্যের স্বরূপ বিবৃতি করেছেন এইরূপে- ১.পর্বতে বহ্নি আছে (প্রতিজ্ঞা) ২. যেহেতু পর্বতে ধূম আছে (হেতু) ৩. যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে, যথা-মহানস প্রভৃতি (উদাহরণ) ৪. এই পর্বতও সেইরূপ অর্থাৎ বহ্নি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমযুক্ত (উপনয়) ৫.সুতরাং সেইরূপ অর্থাৎ পর্বত বহ্নিবিশিষ্ট (নিগমন)। এই পঞ্চাবয়ব বাক্য শ্রবণে অন্য ব্যক্তিরও 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান এই পর্বত' এই পরামর্শ জ্ঞানলাভ এবং ফলস্বরূপ পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়। বাৎস্যায়ন তাঁর 'ন্যায়সূত্রভাষ্যে' বলেছেন- যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবশঃ সেই বিবাদবিষয় পদার্থে সংশয় জন্মে, সেই স্থলে একতর পক্ষ নিশ্চয়ের উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ মতের বোধক যে অনুমান প্রদর্শন করেন, সেই অনুমান পরার্থানুমান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র'-এ অনুমানকে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলেছেন। কিন্তু এই ত্রিবিধ অনুমানের লক্ষন সম্বন্ধে কিছু বলেননি। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে কারণহেতুক অনুমানকে "পূর্ববৎ" এবং কার্য্যহেতুক অনুমানকে "শেষবৎ" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের একপ্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করে তার অন্যবিধ স্বরূপ সূচনা করেছেন। উদ্দ্যোতকর তৃতীয় কল্পে ভাষ্যকারের প্রথম কল্প গ্রহন করলেও ভাষ্যকারোক্ত "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ গ্রহণ করেননি। তিনি তৃতীয় কল্পে কার্যকারণ-ভিন্ন হেতুক অনুমানকেই "সামান্যতোদৃষ্ট" বলেছেন। বলাকার দ্বারা জলের অনুমানকে তার উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত সূর্য্যের গতির অনুমান রূপ উদাহরণের উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করেছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম কল্পে "পূর্ববৎ" বলতে কারণহেতুক, "শেষবৎ" বলতে কার্য্যহেতুক, ও "সামান্যতোদৃষ্ট" বলতে কার্য্যও নয়, কারণও নয়, এমন পদার্থহেতুক অনুমান এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। পরে 'পূর্ববৎ' বলতে অন্বয়ী, 'শেষবৎ' বলতে ব্যতিরেকী, ও 'সামান্যতোদৃষ্ট' বলতে অন্বয়ী-ব্যতিরেকী এইরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এই ব্যাখ্যা প্রথম কল্পে প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরই প্রদর্শন করেছেন; এটি নব্যদিগের উদ্ভাবিত নূতন ব্যাখ্যা নয়। তবে লক্ষণ ও উদাহরণ এই বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। চিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "কেবলান্বয়ী" প্রভৃতি নামে অনুমানকে ত্রিবিধ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তৎপূর্ববর্তী উদয়ণও অনুমানের ওই প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যদিগের ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ অনুমানের চিন্তা করে, অনেকেই এই ব্যাখ্যা মহর্ষি সূত্রোক্ত "পূর্ববৎ" প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের নব্য নৈয়ায়িকদিগের সম্মত ব্যাখ্যা বলেন। কিন্তু গঙ্গেশ যে মহর্ষি -সূত্রোক্ত ত্রিবিধ অনুমানেরই ব্যাখ্যা করেছেন, স্বতন্ত্রভাবে অনুমানের প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করেননি তা নিঃসংশয়ে বোঝা যায় না। পরন্তু নব্য-নৈয়ায়িক চূড়ামনি গদাধর ভট্টাচার্য্য মহর্ষি গৌতমের অনুমান সূত্র উদ্ধৃত করে পূর্ববৎ বলতে কারণলিঙ্গক. শেষবৎ বলতে কার্য্যলিঙ্গক এবং সামান্যতোদৃষ্ট বলতে কার্য্যকারণ-ভিন্নলিঙ্গক অনুমান- এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন। তবে, এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, লক্ষণ ও উদাহরণ এই বিষয়ে অনেক মতভেদ থাকার ফলে পরোক্ষভাবে এই অনুমানগুলির কথা স্বীকার না করলেও অপরোক্ষভাবে এই অনুমানগুলির (পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট) কথা ওই সমস্ত দার্শনিকদের আলোচনায় পাওয়া যায় বলে মনে হয়।

---

[1] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৫২।

[2] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৫২।

[3] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৬৮।

[4] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৬৮।

[5] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম,পৃ:-১৬৭।

[6] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৭২।

[7] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম,পৃ:-১৭২।

[8] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম,পৃ:-১৭৩।

[9] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম,পৃ:-১৭৭।

[10] গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, পৃ:-৪০০।

[11] গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, পৃ:-৪০০।

[12] গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, পৃ:-৪০০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ন্যায়াচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', বিজয়ায়ন, কলিকাতা-৭০০০০৯।
২. রায় ,চৌধুরী, অনামিকা, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬।
৩. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, 'তর্কসংগ্রহ', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬।
৪. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' খন্ড প্রথম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা-২০১৪।
৫. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' খন্ড দ্বিতীয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা-২০১৪।
৬. রায়, চৌধুরী, অনামিকা, 'তর্কসংগ্রহ', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬।
৭. শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', রায় বাহাদুর কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা ১৩১৯।
৮. ঘোষ, দীপক কুমার, 'ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-২০০৩।
৯. ব্রহ্মচারী, শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', কলিকাতা।